JUN. 10 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

গঠনতন্ত্র ছাড়াই ২১ বছর চলিতেছে ছাত্রদল নেতৃত্বের জন্য বয়স, ছাত্রত্ব বিবেচ্য নয়

ছাত্রলীগে গঠনতন্ত্র যথাযথ অনুসৃত হয় না

আনোয়ার আলদীন ॥ গঠনতন্ত্র ছাড়াই ২১ বছর ধরিয়া চলিতেছে জাতীয়বাদী ছাত্রদল। অপরপক্ষে ছাত্রলীগের একটি সুলিখিত গঠনতন্ত্র থাকিলেও তাহার যথাযথ অনুসরণ হয় না। হাইকমান্ডের মুখের কথায়ই যেন এই দুই বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্র। ছাত্রদলের সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টুর কথাঃ আমাদের গঠনতন্ত্র হইলেন ম্যাডাম (বেগম খালেদা জিয়া)। তাহার মুখের কথাই আমাদের গঠনতন্ত্র।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, ছাত্রলীগের অধিকাংশ বিষয়ে গঠনতন্ত্র অনুসৃত হইয়া থাকে। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যত্যয় ঘটে। গত মাসে ঘোষিত ছাত্রদলের ২৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে মৃত ব্যক্তির নামসহ চরম অসঙ্গতি ধরা পড়ে। গত ডিসেম্বর মাসে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ জন নেতার নাম ঘোষণা করা হয়। উহার ৫ মাস পর গতমাসে আরও ২৪৬ জনের নাম ঘোষণা করা হয় যাহাদের অধিকাংশই ছাত্র এবং অনেকেই বিবাহিত। ছাত্রদলের সভাপতি জানাইয়াছেন, (১৩শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

গঠনতন্ত্র ছাড়াই

(৩য় পৃঃ পর)

অচিরেই আরও অর্ধশতাধিক সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি হইবে। ফলে ছাত্রদলের কমিটিতে নেতার সংখ্যা দাঁড়াইবে তিন শতাধিক। ছাত্রদলের কমিটিতে নাম না থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি বড় অংশ মিছিল-সমাবেশ করা হইতে বিরত রহিয়াছে।

ছাত্রলীগসহ দেশের প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের কাউন্সিল বা সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি হওয়ার নিয়ম থাকিলেও ছাত্রদলের কমিটি হওয়ার ক্ষেত্রে রহিয়াছে অদ্ভুত নিয়ম। আকস্মিকভাবে প্রেসরিলিজের মাধ্যমে পত্রিকা অফিসে ছাত্রদলের কমিটির নাম প্রেরণ করা হয়। ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুরে এলাহী জানান, ২০০০ সালে ছাত্রদলের একটি খসড়া গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হইয়াছে। ইহা অচিরেই ছাপার আকারে প্রকাশ করা হইবে। তিনি জানান, এই খসড়া গঠনতন্ত্রে ছাত্রদল নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বয়সসীমা রাখা হয় নাই, বিবাহিত না অবিবাহিত তাহাও রাখা হয় নাই। নেতা হইতে হইলে ছাত্র ছিল কিন্তু বর্তমানে নাই এমন হইলেই চলিবে। গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুতকারী মঞ্জুরে এলাহীর মতে একজন ছাত্র দীর্ঘ সময় সংগঠন করার পর নেতা হয়। তখন সে ছাত্র থাকিবে কিভাবে? এই বাস্তবতা বুঝিতে হইবে। এই খসড়া গঠনতন্ত্রে ছাত্রদলের কমিটির সংখ্যা ১৫১ জন এবং প্রতি বছর সম্মেলন হওয়ার নিয়ম রাখা হইয়াছে।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিবছর সম্মেলন হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৯৮ সালের ২২শে অক্টোবর সম্মেলনের মাধ্যমে বাহাদুর বেপারী ও অজয়কর খোকন, বলরাম পোদ্দার প্রমুখের নেতৃত্বে যে কমিটি হয় তাহা আজও বহাল আছে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রমতে ছাত্রনেতা হওয়ার জন্য বয়সসীমা হইবে ২৭ বছরের মধ্যে, অবিবাহিত হইতে হইবে, ব্যবসায়ী হওয়া চলিবে না, নিয়মিত ছাত্র হইতে হইবে প্রভৃতি। জানা যায়, ছাত্রলীগের সহ-সভাপতিদের মধ্যে ৫ জন বিবাহিত, ৮ জন ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। ১০১ সদস্যের কমিটি হওয়ার নিয়ম থাকিলেও ১৫৪ জনের নাম রাখা হইয়াছে। বাহাদুর বেপারী, অজয় কর খোকন, বলরাম পোদ্দার, কাজী এবাদত হোসেন, সুজিত রায় নন্দি, আনিছুর রহমান, লিয়াকত সিকদার, আশরাফুল আজিম রুবন, রফিকুল ইসলাম, প্রশান্ত বড়ুয়া, সাইফুদ্দিন নাসির প্রমুখ ছাড়া অধিকাংশ নেতা আর নিয়মিত ক্যাম্পাসে সক্রিয় নন। কয়েকজন ঘোষণা দিয়া ছাত্রলীগ ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছেন।